কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 24 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

# এত বড় বিপর্যয় অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলে!

## সেই শিক্ষকদের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এক হাজার ১৪১ জন পরীক্ষার্থীর ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তাদের মধ্যে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যাও করেছে। অথচ এমন বিপর্যয়কে কেবল 'অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল' হিসেবে উল্লেখ করে এ জন্য দায়ী দুই পরীক্ষককে দায় থেকে শুধু অব্যাহতি দেওয়ার আয়োজন চলছে।

গত ১১ মে এসএসসির ফল প্রকাশিত হয়। তাতে বরিশাল বোর্ডে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থী ফেল করে। তাদের মধ্যে সর্বজিৎ ঘোষ হৃদয় নামেও এক পরীক্ষার্থী ছিল। বরিশাল মহানগরের উদয়ন স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সর্বজিৎ চার বিষয়ে জিপিএ ৫ পেলেও হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ফেল করেছিল। বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ওই দিন দুপুরেই আত্মহত্যা করে সে। এ ঘটনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফলাফল পুনর্মূল্যায়ন করে ১৪ মে নতুন করে ফল ঘোষণা করে। পুনর্মূল্যায়নে হিন্দু ধর্মে জিপিএ ৫ পায় সর্বজিৎ। এ ছাড়া সংশোধিত ফলে এক হাজার ৯৯৪ জনের ফল পরিবর্তিত হয়। এর মধ্যে ফেল থেকে পাস করে এক হাজার ১৪১ জন। নতুন করে জিপিএ ৫ পায় ১৫ জন।

ঘটনার পর বিষয়টি তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দুই পরীক্ষক বরিশাল মহানগরের ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক জুরানচন্দ্র চক্রবর্তী ও বরগুনার বেতাগী উপজেলার বিবিচিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক বীরেন চক্রবর্তীর দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পায়। তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে জুন মাস থেকে তাঁদের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) স্থগিত করা হয় এবং সব পরীক্ষার কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার কথা জানানো হয়।

তবে সম্প্রতি এমপিও ছাড়ের জন্য ওই শিক্ষকরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরে আবেদন করেছেন। বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ওই ঘটনাকে শিক্ষকদের 'অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল' আখ্যা দিয়ে বেতন ছাড়ের সুপারিশ করেছেন।

এ ব্যাপারে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, 'ওনারা (দুই শিক্ষক) আবেদন করেছেন। আমি মানবিক কারণে সুপারিশ করেছি। এখন সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রণালয়।'